Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)

JOURNAL

July, 2023

GI Journal No. 24

Published on :

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডায়েরি নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-১৯
আবেদনের তারিখ : ১২-০৪-২০১৭

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"মৌলভীবাজারের আগর"** যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নামঃ "মৌলভীবাজারের আগর"

শ্রেণী ঃ ৩১

ক) আবেদনকারী নাম ঃ বাংলাদেশ আগর এন্ড আতর ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

খ) ঠিকানা ঃ আজিমপুর বাজার, ডাকঘরঃ সুজানগর, উপজেলাঃ বড়লেখা, জেলাঃ মৌলভীবাজার

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক প্রকার অর্থকারী উদ্ভিদ।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

১। পাহাড়ি এক প্রকার গাছের নাম আগর। আগর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো উৎকৃষ্ট বা সুগন্ধি বিশিষ্ট কাঠ। ইংরেজিতে এর নাম এলো ওড (Aloe Wood বা Wagle Wood)।

২। আগর গাছ লম্বায় প্রায় ১৫ থেকে ৪০ মিটার এবং বেড় বা ব্যাস ০.৬-২.৫ মিটার হয়।

৩। পাতা পাতলা ধরনের এবং চর্ম উজ্জ্বল সবুজ রঙের হয়ে থাকে। কাঠ সাদা ও নরম। বাকল ধূসর বর্ণ।

৪। আগর গাছের কাণ্ড একনলা ও সোজা হয়ে থাকে। গাছটি খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়।

৫। আগর গাছ থেকেই পাওয়া যায় আতর বা আগর তেল। খাঁটি আগর তেল হালকা সোনালী হলুদ বর্ণের হয়।

৬। আগর গাছ থেকে বিশেষ কালো রঙের কাঠ পাওয়া যায়, যা আগর কাঠ নামে পরিচিত।

৭। বাংলাদেশে মূলত Aquilaria agallucha Ges Aquilaria malaccenesis এবং Aquilaria malaccenesis প্রজাতির আগর গাছ চাষ হয়। ট্যাক্সোনোমিকেলি আগর গাছ Thymelaeaceae পরিবারের অন্তর্গত।

৮। কংকরময় মাটিতে আগর ভাল জন্মে। তাই বাংলাদেশে মৌলভীবাজারের মাটি আগর চাষে সবচেয়ে উপযোগী।

৯। আগর গাছের কোনো কিছুই ফেলনা নয়। আগর কাঠ থেকে চিপস উৎপাদন করে তা বিশ্ব বাজারে রপ্তানী করা হয়। তেল নিষ্কাশনের পর উচ্ছিষ্ট কাঠের টুকরা ভূষি বা গুড়া করে আতর তৈরি করা হয়।

১০। মূলত আগর গাছের বয়সের উপর নির্ভর করে আগরের মান ও সুগন্ধি।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

বাংলাদেশের বনজ সম্পদের মধ্যে আগর অন্যতম। এটি সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী শিল্প। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের ব্র্যান্ডিং এর পাশাপাশি আয় হয় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। এই শিল্পে নির্ভর করছে হাজার হাজার মানুষের জীবিকা। একসময় পৃথিবীর অন্যতম প্রধান আগর উৎপাদনকারী দেশ ছিল বাংলাদেশ। এ দেশের আগর কাঠ ও তেলের সুগন্ধি উত্তম হওয়ার কারণে চাহিদাও ছিল ব্যাপক। আগর ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মৌলভীবাজারের বড়লেখা। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীরা মসলা, চাল, লবণ ও তাঁত বস্ত্রের সাথে আগরও কিনে নিয়ে যেত।

পাহাড়ি এই আগর গাছ বেশ লম্বা হয়। বলা হয়, মূল্যবান গাছ হওয়ার কারণে উচ্চতাও থাকে সকলের উপরে। আগর গাছ থেকেই পাওয়া যায় আতর বা আগর তেল। খাঁটি আগর তেল হালকা সোনালী হলুদ বর্ণের হয়। মূলত আগর গাছের বয়সের উপর নির্ভর করে আগর ও আতরের মান ও সুগন্ধি। প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে বেড়ে উঠা ২০ বছর বয়সী গাছ থেকে মোটামুটি ভাল মানের আতর পাওয়া যায়। আর চাষ করা গাছে ১৫ বছর বয়স হলেই আগর আতর পাওয়া যায়। তবে ৫০, ৮০ কিংবা ১০০ বছর বয়স্ক গাছের আগর ও আতর আরও উন্নত মানের। অর্থাৎ গাছের বয়স যত বাড়ে আগর আতরের মান তত বাড়ে। গ্রেড ১ ও ২ পণ্যগুলো বয়স্ক গাছে পাওয়া যায়। যা পাওয়া দুষ্কর। এগুলোর দামও লাখ লাখ ডলার মূল্যের হয়ে থাকে। গ্রেড ১ গাছ অনেক সময় পাওয়া যায় না। যেহেতু তা গভীর বনে হয় তাই বয়সের ভারে অনেক সময় ভেঙ্গে পড়ে যায়। পড়ে থাকতে থাকতে গাছ নষ্ট হয়ে গেলেও আগর (গাছের কালো অংশ) নষ্ট হয় না। গ্রেড ২ গাছ থেকে কাঠের সাদা অংশ আলাদা করে আগরসমৃদ্ধ অংশ চিপস বা ধুপ হিসেবে বিক্রি করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে এটির বেশ কদর। গ্রেড ৩ ও ৪ থেকে আতর সংগ্রহ করা হয়। আগর গাছের কোনো কিছুই ফেলনা নয়। আগর কাঠ থেকে চিপস উৎপাদন করে তা বিশ্ব বাজারে রপ্তানী করা হয়। তেল নিষ্কাশনের পর উচ্ছিষ্ট কাঠের টুকরা ভূষি বা গুড়া করে আগর বাতি তৈরি করা হয়। আগরে ভূষি ও সাদা কাঠের চাহিদা মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় দিনে দিনে বাড়ছে।

প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিমভাবে গাছে ক্ষত সৃষ্টি হলে তাতে পচন ধরে চার পাশে কালো আবরণ দ্বারা ঢেকে যায়। এই কালো আবরণই সঞ্চিত আগর। তাই গাছে ক্ষত সৃষ্টির জন্য পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রয়োজন। যেহেতু সব গাছে পোকার আক্রমণ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই তাই নির্দিষ্ট দূরত্বে পেরেক বসিয়ে ক্ষত তৈরি করা হয়। সাধারণত ৬–১০ বছর বয়সী গাছে পেরেক বসানো হয়। এতে সচেতন থাকতে হয় যেন কাণ্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত পেরেক না পৌঁছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সেপ্টেম্বর মাসের ক্ষত সৃষ্টি হলে বৃষ্টির কারণে বেশি পচন ধরে এবং কালো আবরণের পরিমাণও বাড়ে। সাধারণত পেরেক ঢুকানোর ২-৪ বছর পর গাছ কাটা হয়। এরপর গাছ কেটে কাঠ ফাড়াই করে কাঠ থেকে পেরেক ছাড়ানো হয়। আগরসমৃদ্ধ (কালো অংশ) কাঠ কেটে ছোট ছোট টুকরা বা চিপস করা হয়।

গাছে পেরেক মারা, গাছ কর্তন, পরিবহন, ফাড়াই, চিপস তৈরি, কাঠ খোদাই, জ্বাল দেওয়া, আতর প্রস্তুত করা ইত্যাদি কাজে মাসে ২৫–৩০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান রয়েছে। পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ও সুগন্ধি তৈরির সরঞ্জাম পেলে আগর পণ্য অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক পণ্য হতে পারে।

ছ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

বাংলাদেশে আগর বৃক্ষের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। একসময় পৃথিবীর একমাত্র আগর উৎপাদনকারী দেশ ছিল বাংলাদেশ। এ দেশের আগর কাঠ ও তেলের সুগন্ধি উত্তম হওয়ার কারণে চাহিদাও ছিল ব্যাপক। আগর ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মৌলভীবাজারের বড়লেখা। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীরা মসলা, চাল, লবণ ও তাঁত বস্ত্রের সাথে আগরও কিনে নিয়ে যেত। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামের জরিপ তথ্য থেকে জানা যায়, “বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ ব্যবসায় রমরমা অবস্থা বিরাজমান ছিল এবং এখানে প্রায় ৪৫০টি ফ্যাক্টরী ছিল। ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্ব যেখানে সুজানগরের ৩০০টি কারখানা ছিল, সেখানে ভারতের আসাম ও নাগাল্যান্ডে ছিল মাত্র ৩টি।”

একসময় মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সুজানগর ইউনিয়নের প্রায় সবকটি গ্রামে আগর কারখানা ছিল। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামের জরিপ থেকে জানা যায়, বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এখানে প্রয় ৪৫০টি কারখানা ছিল। ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্বে কেবল সুজানগরে ৩০০টি কারখানা ছিল। এখনও সবচেয়ে বেশি আগর আতর উৎপাদন হয় এই সুজানগর ইউনিয়নে। বর্তমানে শুধু সুজানগরে ২৫০টি কারখানা চালু আছে। সুজানগর ইউনিয়নে ২৫০ কারখানা আছে। এই ছাড়াও মৌলভীবাজারের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ১০০ কারখানা আছে। সবমিলিয়ে মৌলভীবাজারে প্রায় ৩৫০ আগর আতর কারখানা রয়েছে। মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা, সুজানগর, কুলাউড়া, জুড়ী, রাজনগর, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গলসহ প্রায় পুরো জেলায় আগর বাগান আছে। সুজানগরের প্রায় ৮০% বাড়ির ৫০% জমিতে আগর গাছ রয়েছে।

চিত্র ঃ মৌলভীবাজারের আগর উৎপাদনকারী এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় আগর ব্যবহারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বই থেকে ও বন বিভাগের একটি প্রকাশনা থেকে জানা যায়, হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৬ থেকে ৬৪৬ সাল পর্যন্ত) কামরুপরাজ ভাস্কর বর্মনের নিকট থেকে আগর আতর উপহার পেয়েছিলেন তা সিলেটের বড়লেখা থেকে সংগৃহিত। যা উল্লেখ রয়েছে ঐতিহাসিক হর্ষচরিত বইয়ে। তারও আগে ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্রের সময়ে এর ব্যবহার হয় উল্লেখ রয়েছে পবিত্র গ্রন্থ রামায়ণে। তবে বড়লেখায় এর বিশদ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় প্রায় সাতশত বছর পূর্বে সিলেটে হযতর শাহ জালাল (র.) এর আগমনের পর। বড়লেখার প্রবীণ এক আগর ব্যবসায়ীর থেকে জানা যায়, হযরত শাহ জালাল (র.) এর সাথে আগত ৩৬০ আউলিয়ার এক আউলিয়া দরিয়া পীর আস্তানা করেন বড়লেখায়। তিনি বড়লেখার পাথারিয়া পাহাড় থেকে আগর গাছ সংগ্রহ করে আগুনে জ্বালিয়ে সুগন্ধ নিতেন। ওই সময় থেকেই বড়লেখার আগরের সাথে ব্যাপক পরিচিত হন স্থানীয় অধিবাসী। একই সাথে তারা এর ব্যবহার সম্পর্কে বিশদভাবে ধারণা পান। কালক্রমে তারা এর বাণিজ্যিক চিন্তাধারা করেন এবং এর সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানার চেষ্টা করেন।

তখন তারা জানতে পারেন এর বাজার মূলত আরবদেশ মিশরীয় এলাকা। কিন্তু সে সময় বড়লেখা থেকে আরবে আগরের ব্যবসা দুরূহ ছিলো। তারা অনুসন্ধান করে জানতে পারেন আরবীরা তা পাকিস্তানের করাচি থেকে এসে সংগ্রহ করেন। তবে মাঝেমধ্যে আরব থেকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আরব সওদাগররা বড়লেখায়ও আসতেন। কিন্তু এর নিশ্চয়তা কম থাকায় বড়লেখার আগর ব্যবসায়ীরা বেছে নেন করাচিকেই। শুরু হয় করাচী কেন্দ্রিক আগর সাপ্লাই। এর চাহিদা এতো বাড়ে যে স্থানীয় গাছের মাধ্যমে তারা কুলিয়ে উঠতে না পেরে ভারত উপমহাদেশের আসাম, নাগাল্যান্ড থেকে আগর গাছ সংগ্রহ করে কখনো আসামে কখনো নিজ এলাকায় এনে প্রসেসিং করে আতর করাচীতে নিয়ে বিক্রি করতেন। বাণিজ্যিক চিন্তা নিয়ে ব্রিটিশ আমলেই বন বিভাগ আগরের বাগান সৃজিত করে। বড়লেখার অনেক ব্যবসায়ী আসামে আগরের মহাল রাখতেন। বাংলাদেশ আগর অ্যান্ড আতর ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্যর থেকে জানা যায়, তারা পুরাতন কাগজ খুঁজতে গিয়ে দেড়শত বছর পূর্বের আগর মহালের কাগজ পেয়েছেন। ব্রিটিশ আমলে করাচিতে আগরের চালান প্রেরণের রসিদ পেয়েছেন। তাদের পূর্বপুরুষ ব্রিটিশ, ব্রিটিশ পূর্ব সময়, পাকিস্তান আমলে করাচিতে নিয়েই তা বিক্রি করতেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর তারা বড় বাজার পান ভারতের মুম্বাইয়ে। এখনও তারা মুম্বাইয়ে মাল প্রেরণ করেন। তবে এখন ৯০ ভাগ বাজারই মধ্যপ্রাচ্যে।

'ইসলাম জ্যোতি হযরত শাহ-জালাল (রহঃ)' গ্রন্থ: "হযরত শাহজালাল (রহঃ) কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর রাজা গৌড় গোবিন্দের প্রাসাদের বিভিন্ন মালামাল যখন বাজেয়াপ্ত করা হয়, তখন প্রাসাদের রক্ষিত খাট-পালং, তৈজসাদি ইত্যাদি অনেক বিলাস দ্রব্যের সাথে প্রচুর পরিমাণ আগর কাঠও পাওয়া যায়।"

শেখ সাদী (রাঃ) গুলেস্থার বাংলা অনুবাদে বলা আছে, "উদ কাষ্ঠকে আগুনের উপর না রাখলে তার খোসবু বের হয় না।" উল্লেখ্য, আরবরা আগর কাঠকে 'উদ' এবং আগর আতরকে 'দেহনেল উদ' বলে।

ফার্সী ভাষায় লিখিত বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'বাহারিস্থানে-ই গাইবীতে' এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, "মুসলিম খাঁ ইতিমাম খাঁর মৃত্যুর জন্য মির্জাকে সান্ত্বনা দিতে আসেন। তাদের সাক্ষাৎ দোয়া ও সান্ত্বনার পর মির্জা নাথান মুসলিম খাঁকে ইরাকি ঘোড়া, মূল্যবান বাংলার কাপড় ও নগদ টাকার সাথে, এক মন উৎকৃষ্ট আগর কাঠও প্রদান করেন।"

'হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস' গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, "সিলেট জেলায় তাঁতের কাপড়, মাটির হাড়ি, পাতিল, পিতল ও কাসার বাসন কোসন, হুক্কা, মাদুর, মাছ ধরার জাল, আগর আতর তৈরি ইত্যাদি কুটীর শিল্প আছে। পাথারিয়ার জঙ্গলে উৎকৃষ্ট আগর কাঠ পাওয়া যায়। সিলেটের তৈরি আগরের আতর আরব দেশে সমাদৃত।" একই বইয়ে শেখ জালাল উদ্দীন তাব্রিজীর মৃত্যুর বর্ণনায় বলা হয়েছে..... "পরের দিন জোহরের নামাজের শেষ সেজদার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে নিজ কোলে টেনে নিলেন। তাঁর হুজরার পাশে তাঁর জন্য কাফন, আতর ও একটি কবর খোদিত আবস্থায় পাওয়া গেল। তাঁর মুরিদরা যথারীতি গোসল করিয়ে তাঁকে কবর দেন।"

'হর্ষচরিত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের নিকট থেকে বাণভট্ট যে আগর কাঠ ও আগর আতর উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন তা সিলেটের বড়লেখা থেকে সংগৃহীত।"

আবুল ফজল কর্তৃক রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও আগর কাঠ, আগর তেল ও আগর আতর আহরণ বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়।

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হামদর্দ (ওয়াকফ) ল্যাবরেটরীজের বহুল ব্যবহৃত সিনকারা সিরাপ তৈরির উপাদান হিসেবে 'আগর' ব্যবহার করা হয়।

WEEKLY GULR TIMES এ ১৯৮৯ সালের মে সংখ্যায় (১৮ তারিখ) A princely piece of wood শিরোনামে ফিচার ছাপা হয়েছে।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

নার্সারি ও চাষ পদ্ধতি ঃ

চারা তৈরি : গাঢ় বাদামি বর্ণের ৩.৮১ সে.মি.-৫.০০ সে.মি (১.৫ থেকে ২ ইঞ্চি) লম্বা ক্যাপসুল জাতীয় ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। প্রতি ফলে দুটো বীজ হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা খুব অল্প সময়ের জন্য থাকে। সাধারণত ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা স্থায়ী থাকে। বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়। বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময় মার্চ-এপ্রিল। চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। প্রথমে বালুর বেডে বীজগুলো বিছিয়ে দিয়ে ওপরে আবারও বালু দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এখানে বীজগুলো অঙ্কুরিত হয়। প্রায় ২০ থেকে ২৫ দিন পরে পলিব্যাগে চারা স্থানান্তরিত হয়। চারা গজানোর জন্য অস্থায়ী শেডের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। চারায় নিয়মিত পানি সেচের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

চিত্র ঃ আগরের চারা রোপণের জন্য মাটি প্রস্তুত করা হচ্ছে

চিত্র ঃ বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর করা হয়েছে

চারা রোপণ ঃ বর্ষা মৌসুম আগর গাছের চারা রোপণের উৎকৃষ্ট সময়। বাংলাদেশে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে আগরের চারা রোপণ করলে গাছ টিকে বেশি। স্কুল, কলেজ, রাস্তার দুই পাশেও আগরের চারা রোপণ করা যায়। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতেও আগর গাছ লাগানো যেতে পারে। রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে জৈব সার-কম্পোস্ট সার, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম সার গাছের বয়স অনুযায়ী প্রয়োগ করা যেতে পারে। রোপণের সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব ১.৫২ মি.-১.৮২ মি. (৫-৬ ফুট) এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৯১.৪৪ সে.মি.-১.২২ মি. (৩-৪ ফুট) বজায় রাখা উত্তম। সাধারণত ১-২ বছর বয়সী আগরের চারা লাগানো হয়। একক বাগানের ক্ষেত্রে কম দূরত্ব এবং মিশ্র বাগানের ক্ষেত্রে একটু বেশি দূরত্ব রাখা উচিত। অন্যান্য গাছের মতো চারা রোপণের পূর্বে দৈর্ঘ্যে ৫০ সেন্টিমিটার প্রস্থে ৫০ সেন্টিমিটার এবং গভীরতায় ৫০ সেন্টিমিটার আকারের গর্ত তৈরি করে পচা গোবর ও সার প্রয়োগ করা ভালো।

বর্ষার পানি উঠবে না কিন্তু পর্যাপ্ত আলো বাতাস পাওয়া যায় এমন স্থানে আগর গাছের নার্সারি করা হয়। এর জন্য দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ মাটি উত্তম। বেড তৈরি করতে হয় যেন সমতল ভূমি থেকে একটু উঁচু হয়। মাটি, পচা গোবর অথবা পচা আবর্জনা একসাথে মিশাতে হয়। আগর বাগানের গাছের গোড়ার মাটি মিশাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। এরপর কয়েকদিন ঢেকে রাখতে হয় যেন শুকিয়ে না যায় এবং বৃষ্টি এলে ভিজে না যায়। বীজ ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে বপন করা হয়। সাধারণত ৯–১২ মাস নার্সারিতে বড় হয় আগর গাছ। এরপর তা পাহাড়ি উঁচু/ঢালু স্থানে বপন করা হয়।

পাহাড়ি ঢালু জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দাগ টেনে দূরত্ব ও লাইন ঠিক করতে হয়। এরপর বর্ষাকালে গর্তে এক কেজি পচা গোবর অথবা পচা আবর্জনা, ৫০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমপি সার দিয়ে এরপর চারাগুলো লাগানো হয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বীজতলার ব্যাগে আগর গাছ মাটির নিচে যতটুকু ছিল ঠিক ততটুকুই মাটির নিচে থাকবে। এর বেশি যেন না হয়। এরপর জায়গাটি মাটি থেকে সামান্য উঁচু করতে হয়। যেন বৃষ্টির পানি কোনভাবেই না জমতে পারে। এরপর প্রথম ২ বছর ৪ বার করে এবং তৃতীয় বছর দুইবার ও চতুর্থ বছর একবার আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। এরপর ৬-১০ কিংবা ১২–১৫ বছর বয়সে গাছে পেরেক দেওয়া হয়। বড়লেখার চাষিরা সাধারণত ১৫–২০ বয়সী গাছ কেটে থাকে। এসব গাছ থেকে মধ্যমানের কাঠ ও তেল পাওয়া যায়। উচ্চমানের কাঠ ও তেল পেতে হলে ৬০–৮০ বছর অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প করতে হয়।

১৯৭৬-৭৭ সালে মৌলভীবাজার জেলার লাউয়াছড়া বিটের খাসিয়াপুঞ্জি এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে একটি বাগান করেছে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)। এই বাগানের গাছ এখনো কাটা হয়নি। এছাড়াও ১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৬২-৬৩ সালের গাছও আছে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যোনে। এসব বড় বড় গাছ থেকে বনায়নের জন্য বীজ সংগ্রহ করা হয়।

আগর সংগ্রহের সময় ঃ প্রাকৃতিকভাবে আগর গাছে আগর তৈরি হতে ২৫–৩০ বছর সময় লেগে যায়। তবে কৃত্রিমভাবে ৫-৬ বছর বয়সী আগর গাছে পেরেক মেরে এসব গাছ ১৫-১৬ বছর হলেই আগর কাঠ সংগ্রহ করা যায়। আগর কাঠ সংগ্রহের জন্য গাছ কর্তনের উপযোগী হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হয় মূলত গাছ কতটুকু রুগ্ন হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে। গাছের বয়স, গাছের বৃদ্ধি ও শারীরতত্ত্বীয় পরিপক্কতা বিবেচনা করে আগর গাছ কর্তন করা হয় না বরং গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়া, দৃশ্যমান ক্ষতযুক্ত কাণ্ড, কাঠের বিকৃতি, ক্ষুদ্র পাতা, মূল কাণ্ড ও শাখার ওপর মরা লক্ষণ এসব দেখে আগর কাঠ কর্তন করা ও সংগ্রহ করা হয়। সারা বছরই আগর কাঠ সংগ্রহ করা গেলেও জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসই আগর কাঠ সংগ্রহের উৎকৃষ্ট সময়। এ সময় গাছ সুপ্ত অবস্থায় থাকে বলে আগর কাঠে আতর বা তেলের পরিমাণ বেশি ও গুণগত মানের পাওয়া যায়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গাছ থেকে ২.০ থেকে ২.৫ কেজি পরিমাণ আগর কাঠ পাওয়া যায়।

আগর গাছে দুইভাবে আগর তৈরি হয়।

প্রাকৃতিক পদ্ধতি ঃ প্রাকৃতিক উপায়ে আগর গাছ হতে আগর উৎপন্ন হতে প্রায় ২৫-৩০ এমনকি ৫০ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। তবে আগর গাছের বয়স ৫-১০ বছর থেকেই গাছে আগর জমা হতে থাকে। এক্ষেত্রে গাছের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কালো বর্ণ ধারণ করে। দেখতে ছোপ ছোপ আকারে অনেকটা সারি কাঠের মতো। তবে সারি কাঠ যেমন অনেকটা বা পুরোটা অংশজুড়ে কালো হয় এক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি হয় না। আগর গাছে নির্দিষ্ট স্থানে কালো হওয়া শুরু হলে তা পূর্ণ হতে প্রায় ৪ থেকে ৬ বছর লেগে যায়। এটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি। গাছের এ কালো অংশকেই বলা হয় আগর বা আগর কাঠ।

কৃত্রিম পদ্ধতি ঃ এক ধরনের কাণ্ড ছেদক পোকা আগর গাছে ছিদ্র তৈরি করে পরে সেখানে ছত্রাকের আক্রমণে গাছ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় আগর গাছের ওই ক্ষত স্থানের চারপাশে বাদামি-কালো রঙের আস্তরণ তৈরি হয় যা আগর উৎপাদনের মূল উপকরণ। এ ধারণাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ কৃত্রিমভাবে পেরেক মেরে ক্ষত সৃষ্টি করে, ফলে সেখানে আগর সঞ্চিত হয়। এ পদ্ধতিতে খুব কম সময়ে আগর গাছ থেকে আতর তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে ১০-১২ বছরের ১০-১২ ইঞ্চি পরিধির আগর গাছের গায়ে ৪-৫ ইঞ্চি পরপর সারিবদ্ধভাবে গাছের নিচ থেকে শুরু করে ওপর পর্যন্ত পেরেক (তারকাঁটা) গেঁথে দেয়া হয়। সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ২.৫৪ সে.মি.-৫.০০ সে.মি. (১-২ ইঞ্চি) পরপর সারিবদ্ধভাবে ৩.৮১ সে.মি.-৫.০০ সে.মি. ১.৫ থেকে ২.০ ইঞ্চি সাইজের তারকাটা ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী গাছে লাগানো হয়েছে। তাঁরকাটা লাগানোর সময় একটা কৌশল হিসেবে অর্ধেক অংশ পরিমাণ তারকাটা গাছের কাণ্ডে ঢুকানো হয়, একটু আড়াআড়িভাবে লাগানো পেরেকের বাহিরের অংশটুকু গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে কাণ্ডের ভেতর ঢুকে যায় গাছের তাঁরকাঁটা গাঁথা অংশে কৃত্রিমভাবে আঘাতের ফলে ছত্রাকের আক্রমণ সহজেই ঘটে ফলে তারকাঁটার চারপাশের কাঠে ৫-৬ বছরের মধ্যেই বাদামি-কালো রঙের আস্তরণ তৈরি হয়। পরে সে গাছগুলো কেটে আগর-আতর উৎপাদনের কাঁচামাল বের করা হয়। সাধারণত গাছের পুরুত্ব ও আকারের ওপর তারকাঁটা পোতা নির্ভর করে। এক্ষেত্রে গাছের বয়সটা মুখ্য নয়।

চিত্র ঃ আগর গাছে লোহার পেরেক মারা হয়েছে

চিত্র ঃ নির্দিষ্ট সময় পর পেরেক মারা আগর কাঠ কেটে জমা করা হয়েছে

চিত্র ঃ কাঠ থেকে পেরেক আলাদা করে উৎকৃষ্ট আগর কাঠ সাইজ মতো কেটে সংগ্রহ করা হচ্ছে

ঙ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশে মৌলভীবাজারের মাটি, পানি, জলবায়ু সবই আগর চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী হওয়ায় কয়েক শত বছর ধরে এই অঞ্চলে সর্বোৎকৃষ্ট মানের আগর উৎপাদিত হয়ে আসছে। সারাবিশ্বেই তাই মৌলভীবাজারের আগরের চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা অনেক বেশি।

ট) ব্যবহারকাল ঃ

প্রায় সাতশত বছর পূর্বে সিলেটে হযতর শাহ জালাল (র.) এর আগমনের পর থেকে মৌলভীবাজারের আগরের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

ভৌগোলিক নির্দেশনের ছবি

চিত্র ঃ আগরের চারা গাছ

চিত্র ঃ আগর বাগান

চিত্র ঃ আগর বাগান

চিত্র ঃ লোহার পেরেক মারা আগর গাছ

চিত্র ঃ লোহার পেরেক মারা আগর কাঠ সংগ্রহ করা হচ্ছে

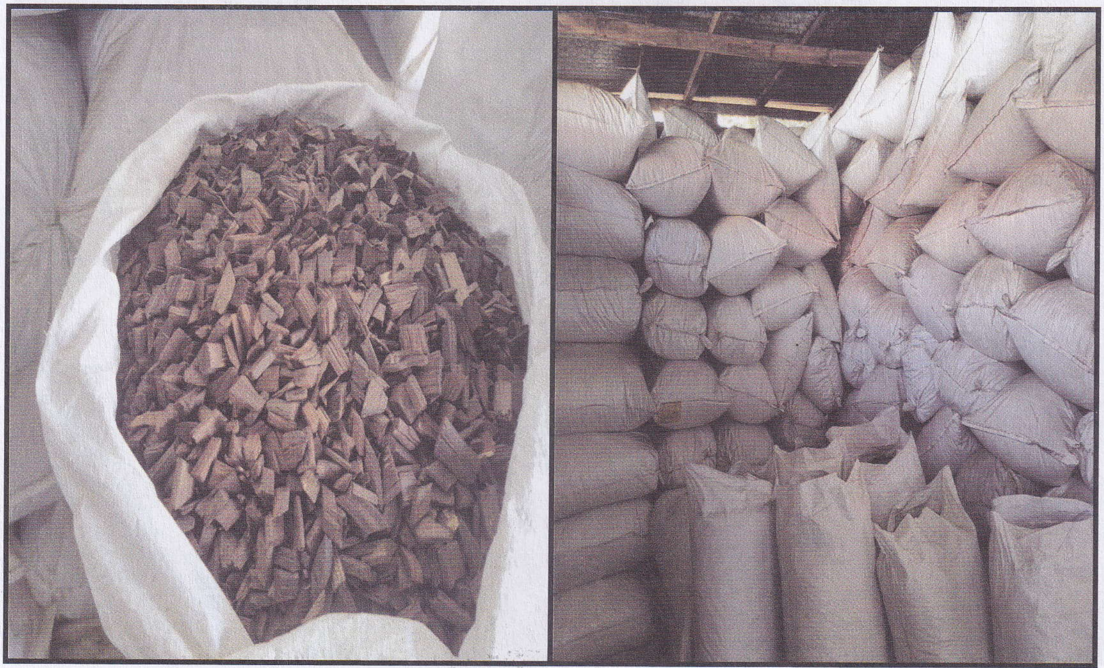

চিত্র ঃ সংগৃহীত উৎকৃষ্ট আগর কাঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে

ঠঃ আগর উৎপাদক বা কারখানা মালিকের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারঃ

১। **মোঃ আনছারুল হক**
মেসার্স সাদিয়া এন্টারপ্রাইজ, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১১-৯২১০১২

২। **আশরাফ মুহিত ছয়েফ**
মেসার্স আল-মুহিত আগর আতর ফ্যাক্টর, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১২-৩৫৮৯১০

৩। **কবীর আহমদ চৌধুরী**
মেসার্স পাথরিয়া আগর প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজ (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০৩ খ্রি.)
পূর্ব দক্ষিণভাগ, দক্ষিণভাগ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৮১৭-০৬২৮৭৩

৪। **মোঃ বদরুল ইসলাম**
মেসার্স জহির আলী আগরত আতর, দক্ষিণ সুজানগর, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭২০-৯২৪৩৮৫

৫। **আব্দুল আজিজ**
মেসার্স মা আগর আতর এন্টারপ্রাইজ, সুজানগর উত্তর, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৫-১৭২২৬১

৬। **নুরুল আমিন কিরণ**
মেসার্স ইউসুফ আগর আতর ফ্যাক্টরি, দোহালিয়া, দক্ষিণভাগ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৫-১৪২৩২৫

৭। **শামীম আহমদ**
মেসার্স পপি আগর আতর, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৫-০৬৩৩৬৮

৮। জালাল আহমদ হেলাল
মেসার্স মাদার্স এন্টারপ্রাইজ, গাংকুল, দক্ষিণভাগ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৫-৩৮৮৮৪০

৯। মো: আকবর হোসেন
রেদওয়ান এন্ড মীম ট্রেডার্স, উত্তর সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৪-৩৬২৯৪৬

১০। হাফিজ উদ্দিন
হাজেরা আগর আতর (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০২ খ্রি.)
সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭৩১-৫৪৪৮৯২

References:

1. /MRF, D. S. (2022, December 29). ওয়ান ডিস্ট্রিক মৌলভীবাজার, ওয়ান প্রোডাক্ট আগর : পরিবেশমন্ত্রী. DAILYSYLHET.COM | SYLHET NEWS | BANGLA NEWS. https://dailysylhet.com/details/694910/
2. E. (n.d.). প্রাচীণ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বড়লেখার তরল সোনার কঠিন সময় অতিবাহিত. EzeNews.news. https://www.eyenews.news/sylhet/moulvibazar/46685
3. বাংলাদেশের যে আতর বিশ্বজুড়ে ছড়াচ্ছে সুগন্ধি. (ন.দ.). বাংলাদেশের যে আতর বিশ্বজুড়ে ছড়াচ্ছে সুগন্ধি. https://ridmik.news/article/3WkhJ6/বাংলাদেশের-যে-আতর-বিশ্বজুড়ে-ছড়াচ্ছে-সুগন্ধি
4. প্রতিবেদক. (n.d.). সুজানগরের আগর-আতর জয় করেছে মধ্যপ্রাচ্য. Prothomalo. https://www.prothomalo.com/business/সুজানগরের-আগর-আতর-জয়-করেছে-মধ্যপ্রাচ্য
5. লাভজনক ব্যবসা আগর শিল্প Archives - Agriculturelearning. (2019, April 3). Agriculturelearning. https://www.agriculturelearning.com/tag/%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ad%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a6%be-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%aa/
6. চিরসবুজ সুগন্ধী বৃক্ষ আগর গাছ-Curious24World. (2021, February 7). Curious24World. https://www.curious24world.com/8135/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%9b/
7. আতর রপ্তানি করেই ১০০০ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব. (n.d.). Our Islam &Raquo; আতর রপ্তানি করেই ১০০০ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব. https://www.ourislam24.com/2018/12/13/%e0%a6%86%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%87-%e0%a7%a7%e0%a7%a6%e0%a7%a6%e0%a7%a6-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f/
8. মৌলভীবাজারের সুজানগর বাংলাদেশের আগর ও আতরের রাজধানী। Perfume Village Of Bangladesh | Info Hunter. (2021, November 15). YouTube. https://www.zoutube.com/watch?v=umBUQUKt4RU
9. আগর গাছের চাষ পদ্ধতি. (2023, February 26). Bornolota.https://www.bornolota.com/2023/02/agor-gaser-cash-poddhoti.html
10. B. (2020, September 20). আতরের চেয়েও মূল্যবান 'আগর উড.' banglanews24.com. https://banglanews24.com/national/news/bd/812800.details
11. অর্থকরী উদ্ভিদ আগর. (n.d.). Jjdin. https://www.jaijaidinbd.com/feature/agriculture-and-posibility/221572
12. A. (n.d.). AvMi. agaminews.com. https://www.agaminews.com/herbal-world/news/82179
13. কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস). (ন.ফ.). সম্ভাবনাময় আগর-আতর শিল্প. https://http%3A%2F%2Fwww.ais.gov.bd%2Fsite%2Fview%2Fkrishi_kotha_details%2F%25E0%25A7%25A7%25E0%25A7%25AA%25E0%25A7%25A8%25E0%25A7%25AA%2F%25E0%25A6%259C%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AF%25E0%25A7%2588%25E0%25A6%25B7%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25A0%2F%25E0%25A6%25B8%25E0%25A6%25AE%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AD%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AC%25E0%25A6%25A8%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AE%25E0%25A7%259F%2520%25E0%25A6%2586%25E0%25A6%2597%25E0%25A6%25B0-%25E0%25A6%2586%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25B0%2520%25E0%25A6%25B6%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%25B2%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AA

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিডিপি–ক–১৪৪/২৩-২৪/শিল্প–০৯-১১-২০২৩–২০০টি বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.